দৈনিক সংবাদ

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন

তারিখ 14 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩
256

য়ট' পরিস্থিতি ঃ প্রতিবাদ

গত ২রা ডিসেম্বর '৮৮ সংবাদ'-এ চিঠিপত্র কলামে জনৈক অভিভাবকের লেখা 'বুয়েট পরিস্থিতি' শীর্ষক বিভ্রান্তিকর চিঠির আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ক্লাস টেষ্ট বাতিল এবং ছাত্রবৃত্তি বৃদ্ধি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর ছাত্রদের দীর্ঘদিনের দাবী। গত তিন বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষের কাছে এই দাবীর যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদের যৌক্তিক দাবী একগুয়েমি প্রদর্শন করে কর্তৃপক্ষ পাশ কাটিয়ে যাওয়ায় ছাত্রদের সঞ্চিত ক্ষোভ বিক্ষোভে পরিণত হয়ে আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। এই আন্দোলনের শুরু থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই দাবীর যৌক্তিকতা প্রকাশিত হয়েছে। যুক্তিসঙ্গত আন্দোলনের বিরুদ্ধে পত্রলেখকের বিষোদগার একজন, অভিভাবক হিসেবে বুয়েটের পরিস্থিতি সম্পর্কে তার সীমাহীন অজ্ঞতা ও অসচেতনতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ছাত্রদের পাসের হার বৃদ্ধি এবং ক্লাসে উপস্থিতির হার বাড়ানোর লক্ষ্যে ৩ বছর পূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে ক্লাসটেষ্ট প্রথা চালু করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ দু'টো লক্ষ্যের একটিও অর্জিত হয়নি। ক্লাসটেষ্ট প্রথা চালু হওয়ার পূর্বে ও পরের অবস্থার পরিসংখ্যানে এটা প্রমাণিত হয়। বরং ক্লাস টেষ্ট ছাত্রদের ওপর জগদ্দল পাথরের মত বোঝা হয়ে চেপে বসেছে। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় বুয়েটের ভি,সি-র প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, সারা বিশ্বে একমাত্র বুয়েটের ছাত্ররাই সপ্তাহে সর্বাধিক ৩২টি থেকে ৩৬ টি ক্লাস করে। ক্লাসের বাইরেও তাদেরকে ড্রইং, সেশনাল অ্যাসাইনমেন্ট প্রভৃতির জন্য প্রত্যহ প্রচুর সময় (৫-৬ ঘন্টা) ব্যয় করতে হয়। সেমিষ্টার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। অধিকন্তু দেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতার কারণে অনেক ছাত্রকেই (৪৫%) টিউশনি করে পড়ার খরচ চালাতে হয়। এমতাবস্থায় ক্লাস টেষ্টের মত একটি অতিরিক্ত পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাত্রদের জন্য দুর্বিষহ বোঝার সামিল।

বুয়েটের ছাত্রদের দুই দফা আন্দোলনের আর এক দফা হচ্ছে বৃত্তি বৃদ্ধিকরণ, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই কারিগরি বৃত্তি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আবার এইচএস,সি পরীক্ষার মেধার পুরস্কার হিসেবেই বোর্ড দেয়া হয়। কিন্তু বুয়েটে একজন বোর্ড বৃত্তিধারী ছাত্র কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েও কারিগরি বৃত্তি থেকে বঞ্চিত। অথচ এ দেশেরই অপর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র একই সাথে উভয় বৃত্তিই পাচ্ছে। বুয়েটের প্রাক্তন ভি, সি বৃত্তি বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে গেছেন অথচ এখনও তা কার্যকর হয়নি। প্রত্যেক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত বুয়েটেরও নিজস্ব আয়ের উৎস রয়েছে: যেমন—কম্পিউটার সেন্টার, বিভিন্ন শপ ও ল্যাবরেটরী ইত্যাদি। এসব উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের একটা অংশ থেকে সহজেই ছাত্রদের দাবী পূরণ করা যায় বলে আমরা মনে করি।

উক্ত 'জনৈক অভিভাবক'-এর পত্রে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, তার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, '৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া তার ছেলের প্রথম ক্লাস '৮৬-র মার্চ মাসে নয়, ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শুরু হয়েছিল এবং সরকার কর্তৃক পাঁচ মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সময়কালটাও তিনি গুলিয়ে ফেলেছেন।

তিনি লিখেছেন যে 'পরিহারযোগ্য পরিস্থিতি'র কারণে তার সন্তানের জীবনের দুটি মূল্যবান বছর নষ্ট হয়েছে। এখানে 'পরিহারযোগ্য পরিস্থিতি' বলতে কি বুঝিয়েছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। বুয়েট বেশীরভাগ সময় বন্ধ ছিল বিভিন্ন সময় সরকার ঘোষিত ছুটি, রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং বন্যার ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। যেহেতু বুয়েট সমগ্র বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ নয় এবং বুয়েটের ছাত্ররাও সমাজবিচ্ছিন্ন কোন জীব নয়, সুতরাং এ ধরনের সমস্ত বন্ধই নিঃসন্দেহে পরিহারযোগ্য ছিল না।

ছাত্র বৃত্তি বৃদ্ধির দাবী করায় দশ কোটি করদাতার জন্য উক্ত পত্রলেখকের হৃদয় উথলে উঠেছে অথচ ঢাকা শহরের সোডিয়াম লাইট লাগাবার জন্য যখন কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয় তখন এসব পত্রলেখক কোথায় থাকেন।

উক্ত 'জনৈক অভিভাবক' অত্যন্ত আপত্তিজনকভাবে আন্দোলনরত ছাত্রদেরকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দল ও মহলের বেতনভোগী দালাল বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। অথচ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এক জরিপে দেখা গেছে, বুয়েটের শতকরা ৯৪'৭ ভাগ ছাত্র এই দুই দফা দাবী ও আন্দোলনকে সমর্থন করে। এই দুই দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে যত অধিকসংখ্যক ছাত্র মিছিল ও সমাবেশে শরীক হয়েছে বুয়েটের ইতিহাসে এমনটি আর কখনো হয়নি, এমনকি এই দাবীর সপক্ষে আন্দোলনকে আরও জোরদার করার জন্য বুয়েটের সাধারণ ছাত্ররা গত ১৫ই অক্টোবর ছাত্র নেতৃবর্গের বিনা কর্মসূচীতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্লাস বর্জন করে এবং এরপর থেকে এখন পর্যন্তও তারা আন্দোলনরত আছে, তা'হলে কি বুয়েটের শতকরা প্রায় পঁচানব্বই ভাগ ছাত্রই বেতনভুক দালাল। আমরা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে, উক্ত পত্রলেখক যেন কথিত বেতনভুক দালালদের প্রমাণসহ পরিচয় প্রকাশ করেন। বুয়েটের তিন হাজার ছাত্রকে যে কোন ধরনের দালালদের হাত থেকে রক্ষা করা সকল সচেতন অভিভাবকেরই দায়িত্ব।

এহসানুল কবির (রুম নং-৪০৩)
ও নাদিম হাসান (রুম নং-৩০১০)
সোহরাওয়ার্দী হল, বুয়েট
ঢাকা-১০০০।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার করতে দেয়া হোক

গত ১৮-১১-৮৮ তারিখে চিঠিপত্রের পাতায় নটরডেম কলেজের রাশাত আইয়ুবের লেখা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার সংক্রান্ত একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। যুক্তিসঙ্গত কারণেই আমি চিঠির বক্তব্যকে সমর্থন করছি। চিঠিতে ক্যালকুলেটর ব্যবহারের বিপক্ষে শিক্ষা বোর্ড যে দুটো যুক্তি দেখায় তা সুন্দরভাবে খণ্ডন করা হয়েছে; এ স্তরে পদার্থবিদ্যার অংকগুলো দেয়া হয় মেধা নির্ণয়ের জন্য, তত্ত্বের সঠিক প্রয়োগ ছাত্র-ছাত্রীরা করতে পারছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য সেক্ষেত্রে বড় বড় যোগ, ভাগ করার ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে পরীক্ষার মূল্যবান সময় নষ্ট করা কোনমতেই কাম্য হতে পারে না। আবার কিছু দুঃসাহসী ছাত্র গোপনে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করায় তাদের সাথে সুবোধ ছাত্রদের যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তা ছাত্রদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে।

ক্যালকুলেটরের দাম সম্পর্কে পত্র লেখক পাঠ্য পুস্তকের দামের সাথে তুলনা করেছেন তা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। এ প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন মনে জাগে তা হলো, যখন ছাত্রবেতন দ্বিগুণ হওয়া, বই-খাতা-কাগজের দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়াসহ শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নানা প্রকার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখন শিক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্তারা ভাবেন না এসব বাড়তি খরচ দিয়ে ছাত্ররা পড়ালেখা চালাতে পারবে কিনা। শুধু যে-সিদ্ধান্তে সুবিধা ভোগ করতে পারে ছাত্ররা সেক্ষেত্রে কর্তাদের কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ অনিবার্য হয়ে পড়ে কেন?

পরিশেষে ১৯৮৯ সালের পরীক্ষার পূর্বেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহারের অনুমতিদানের দাবী জানাচ্ছি।

অনুপমা শেখ
বেগম বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।